গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
আইসিটি সেল
www.brri.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২৩.৩০৮

তারিখ: ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
০৯ ডিসেম্বর ২০২৩

বিষয়: **ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ২য় ত্রৈমাসিকের তালিকা ও প্রত্যয়ন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ২.১.১ সূচক অনুযায়ী ২য় ত্রৈমাসিকে ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ ও লিংক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চালু রয়েছে। বিষয়টি সদয় জ্ঞাতার্থে অবহিত করা হলো।

ক্র নং	ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১.	‘রাইস সল্যুশন’ মোবাইল ও ওয়েব অ্যাপস (সেন্সর-ভিত্তিক ধানের রোগবালাই ব্যবস্থাপনা) (১৩/০৩/২০২৩)	হ্যাঁ, আছে	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brriapps_ [Google play store] https://apps.apple.com/us/app/rice-solution/id1663661762 [Apple App Store]	ডিজিটাইজকৃত সেবা
২.	ব্রি'র বেতন-ভাতাদি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজডকরণ (০১/০৬/২০২০)	হ্যাঁ, আছে	http://172.16.100.16/salary/login.php (ব্রি ল্যান ইউজার)	সহজিকৃত সেবা
৩.	সহজ সেচ সেবা (০১/১১/২০১৯)	হ্যাঁ, আছে		বাস্তবায়িত_উদ্ভাবনী ধারণা
৪.	ব্রিডার বীজ বিতরণে ক্ষুদেবার্তা প্রেরণ (২৭/০৯/২০১৮)	হ্যাঁ, আছে		সহজিকৃত সেবা
৫.	অঞ্চল উপযোগী ধান উৎপাদন প্রযুক্তি প্রদর্শনী (২৫/০৯/২০১৮)	হ্যাঁ, আছে		বাস্তবায়িত_উদ্ভাবনী ধারণা
৬.	“ধানের ব্লাস্ট রোগ” শীর্ষক কোর্সটি ই-লার্নিং পদ্ধতিতে রূপান্তরপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান (১৩/০৯/২০১৮)	হ্যাঁ, আছে	https://muktopaath1.muktopaath.gov.bd/course-details/778	ডিজিটাইজকৃত সেবা
৭.	সোলার লাইট ট্র্যাপ (১৫/১১/২০১৭)	হ্যাঁ, আছে		বাস্তবায়িত_উদ্ভাবনী ধারণা

ক্র নং	ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবার লিংক	মন্তব্য
৮.	ব্লাস্ট রোগ দমনে সতর্কবার্তা ও করণীয় (১০/৫/২০১৬)	হ্যাঁ, আছে		বাস্তবায়িত_উদ্ভাবনী ধারণা
৯.	বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংক ওয়েব অ্যাপস (১৭/০৩/২০০৪)	হ্যাঁ, আছে	http://knowledgebank-brri.org	ডিজিটাইজকৃত সেবা

সংযুক্তিঃ প্রণীত ডাটাবেজের তালিকা ০৬ (ছয়) পাতা।

১২-১২-২০২৩
ড. মো: শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০
ফ্যাক্স: ৪৯২৭২০০০
ইমেইল: dg@brri.gov.bd

সচিব
সচিবের দপ্তর
কৃষি মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০১.২৩.৩০৮/১(৮)

তারিখ: ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
০৯ ডিসেম্বর ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) যুগ্মসচিব, বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
২) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৪) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল ও ফোকাল পয়েন্ট, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা কমিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৫) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৬) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৭) ব্যক্তিগত সহকারী, গবেষণা উইং, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৮) এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (চলতি দায়িত্ব), প্রশাসন উইং, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।

১২-১২-২০২৩
ড. মো: শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: কৃষি মন্ত্রণালয়

দপ্তর/সংস্থা: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিষয়ঃ ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ:

ক্র নং	ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	‘রাইস সল্যুশন’ মোবাইল ও ওয়েব অ্যাপস (সেন্সর-ভিত্তিক ধানের রোগবালাই ব্যবস্থাপনা) (১৩/০৩/২০২৩)	‘রাইস সল্যুশন’ (Rice Solution) মোবাইল ও ওয়েব অ্যাপসের মাধ্যমে রোগবালাই ও পোকামাকড় সংক্রান্ত যেকোন সমস্যার ছবি বা তথ্য ইনপুট হিসেবে প্রদান করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রেরিত ছবির রোগ বা পোকামাকড়ের সমস্যা নির্ণয়পূর্বক সঠিকতার হার নির্ধারণ করে ব্যবস্থাপনামূলক পরামর্শ প্রদান করছে। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকরা ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। কৃষকের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে স্থানভিত্তিক ধানের জাতের বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হচ্ছে। কৃষক পর্যায়ে অ্যাপসটির মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তিতে সময়, খরচ ও যাতায়াতের (Time, Cost, Visit-TCV) ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫-৬ দিন, ৪০০-৫০০ টাকা ও ৩-৫ বার যাতায়াত সাশ্রয় হচ্ছে। Real time data feeding প্রযুক্তির আওতায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের ইমেজ সার্ভারে যুক্ত হওয়ার কারণে সমৃদ্ধ ডাটাবেজ তৈরি হচ্ছে। ফলে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, স্থায়িত্ব ও কর্মক্ষমতা (Stability and scalability) বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া অ্যাপসটি পরিপূর্ণভাবে ব্যবহারের ফলে প্রায় ১৫-১৮% ফলন হ্রাস কমানো সম্ভব হবে যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।	হ্যাঁ, আছে	হ্যাঁ, পাচ্ছে	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brriapps [Google play store] https://apps.apple.com/us/app/rice-solution/id1663661762 [Apple App Store]	ডিজিটাইজকৃত সেবা

ক্র নং	ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
২.	ব্রি'র বেতন-ভাতাদি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজডকরণ (০১/০৬/২০২০)	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর সদর দপ্তরের সকল কর্মচারির বেতন-ভাতাদি ব্যবস্থাপনা নির্ভুলভাবে এবং কম সময় ও স্বল্প জনবল দ্বারা বেতন-ভাতাদি প্রস্তুত করার জন্য কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক "ব্রি'র বেতন-ভাতাদি ব্যবস্থাপনা" ডিজিটালাইজ করা হয়েছে।	হ্যাঁ, আছে	হ্যাঁ, পাচ্ছে	http://172.16.100.16/salary/login.php (ব্রি ল্যান ইউজার)	সহজিকৃত সেবা
৩.	সহজ সেচ সেবা (০১/১১/২০১৯)	বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে পর্যাপ্ত স্বাদু পানি থাকা সত্বেও শুধুমাত্র কৃষকদের সচেতনতা ও অনাগ্রহের কারনে শুষ্ক মওসুমে বিপুল পরিমাণ জমি পতিত থাকে। ব্রি'র সেচ ও পানি ব্যবস্হাপনা বিভাগ গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন নদী ও খালের পানির লবণাক্ততা পরিক্ষা করে শুষ্ক মওসুম অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মানের পানির লবণাক্ততার (১ ডিএস/মি. বা এর কম) ভিত্তিতে বড় বড় নদীর চারটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। যেসব স্থানে নদীর উজানের পানি সারা বছরেই সেচ উপযোগী থাকে। এসব স্থানের নদী ও খালের ভুপরিস্থ স্বাদু পানি ব্যবহারের জন্য সেচ পাম্প ও বিতরন ব্যবস্থা করে বোরো ধান চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ফলে ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত তিন বছরে বরিশাল অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে প্রায় ১০০ টির বেশি সেচ পাম্প সরবরাহ করে বিভিন্ন উপজেলায় ১৬০ টিরও অধিক ব্লকে প্রায় ৫০০০ বিঘা পতিত জমিতে বোরো ধান চাষের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। এসকল পতিত জমি যেখানে কখনই বোরো ধান আবাদ করা হতো না সেখানে প্রদর্শণীগুলোর মাধ্যমে কৃষকেরা বরিশাল অঞ্চলের খাল বা নদীর কম লবনাক্ত কিন্তু সেচ উপযোগী ভুপরিস্থ পানি ব্যবহার করে বোরো ধান আবাদে বেশ আগ্রহী হয়েছে। ফলে **সহজ সেচ সেবা** উদ্ভাবনী ধারণার মাধ্যমে কৃষককে যেমন বোরো চাষে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে তেমনি বরিশাল অঞ্চলের বোরো ধানের আবাদ ও জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	হ্যাঁ, আছে	হ্যাঁ, পাচ্ছে		বাস্তবায়িত_উদ্ভাবনী ধারণা

ক্র নং	ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
৪.	ব্রিডার বীজ বিতরণে ক্ষুদেবার্তা প্রেরণ (২৭/০৯/২০১৮)	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর কৌলি সম্পদ ও বীজ (জিআরএস) বিভাগ থেকে প্রতি বছর আউশ, আমন এবং বোরো এই তিন মোসুমেই বিএডিসি সহ বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারি লাইসেন্সধারী বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং সীড ডিলারদেরকে ব্রিডার বীজ সরবরাহ করা হয়। বীজ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্রি এর মহাপরিচালক বরাবর নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন করেন। এ সকল আবেদনপত্র, ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় ডকুমেন্টসসহ জিআরএস বিভাগে যাচাই বাছাই করে গ্রাহকের চাহিদার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর জিআরএস বিভাগে উৎপাদিত বীজ এবং গ্রাহকের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে ব্রিডার বীজ বিতরণের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই তালিকা ব্রি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। সমস্যাটি এখানেই। ব্রিডার বীজ বিতরণের তালিকাটি কবে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে তা জানা না থাকায় বীজ গ্রাহকেরা ওয়েবসাইট চেক না করে একাধিকবার অফিসে এসে বীজ বিতরণের বিষয়ে খোঁজখবর করে। এতে গ্রাহকের সময় এবং অর্থের অপচয়ের পাশাপাশি যাতায়াতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে গ্রাহককে যদি ভরসা দেয়া যায় যে, তার সঠিক তথ্য সম্বলিত আবেদনের প্রেক্ষিতে মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে ঘরে বসেই সে ব্রিডার বীজের প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সকল তথ্য পেয়ে যাবে, তাহলে তার অযাচিত অফিস পরিদর্শন, সময় এবং অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। এভাবে সেবাটি সহজিকরণ হচ্ছে।	হ্যাঁ, আছে	হ্যাঁ, পাচ্ছে		সহজিকৃত সেবা
৫.	অঞ্চল উপযোগী ধান উৎপাদন প্রযুক্তি প্রদর্শনী (২৫/০৯/২০১৮)	প্রচলিত প্রদর্শনীতে শুধু একটি জাতে/প্রযুক্তির প্রদর্শনী হওয়ায় স্থানীয় জনপ্রিয় জাত/প্রযুক্তির সাথে তুলনা করে ভাল প্রযুক্তিসমূহ হতে কৃষকের জন্য সবচেয়ে ভাল জাত/প্রযুক্তি বাছাই করার সুযোগ থাকে না তথা পছন্দের কোন বিকল্প থাকে না। এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞদের কাছ থেকে	হ্যাঁ, আছে	হ্যাঁ, পাচ্ছে		বাস্তবায়িত_উদ্ভাবনী ধারণা

ক্র নং	ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		জানার সুযোগও কম। উপরন্তু, নতুন জাত হলে তার মানসম্মত বীজের প্রাপ্যতা একটি বড় সমস্যা। অঞ্চল উপযোগী প্রযুক্তি প্রদর্শণী বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল উপযোগী জাত/প্রযুক্তি সমূহকে তাদের স্ব-স্ব ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট জাত/প্রযুক্তির উৎপাদনশীলতা তুলনা করে ভাল প্রযুক্তি বাছাই করা সম্ভব। নতুন জাত হলে উক্ত জাতের বীজও সহজলভ্য হয় বিধায় আগ্রহী কৃষকগণও পরবর্তী মওসুমে বীজ কিনে জাতটি চাষ করতে পারেন। সাতক্ষীরা এবং সিলেটে পাইলটিং করে দেখা যায় যে, প্রচলিত প্রদর্শনী অপেক্ষা অঞ্চল উপযোগী প্রযুক্তি প্রদর্শণীতে কৃষকগণের মাঝে চার গুণ দ্রুত নতুন জাত ছড়িয়ে পরে।				
৬.	"ধানের ব্লাস্ট রোগ" শীর্ষক কোর্সটি ই-লার্নিং পদ্ধতিতে রুপান্তরপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান (১৩/০৯/২০১৮)	"ধানের ব্লাস্ট রোগ" কোর্সটি মূলতঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও এটুআই এর মুক্তপাঠের যৌথ উদ্যোগে প্রস্তুত করা হয়েছে। যেসব কারণে ধানের ফলন ঘাটতি হয় তার মধ্যে রোগবালাই অন্যতম। বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভিন্ন রোগ জীবাণুর বংশ বিস্তারের জন্য খুবই উপযোগী। ফলে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা যায়। তাই রোগবালাইয়ের আক্রমণ থেকে ধান ফসলকে রক্ষা করার জন্য কোর্সটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।	হ্যাঁ, আছে	হ্যাঁ, পাচ্ছে	https://muktopaath1.muktopaath.gov.bd/course-details/778	ডিজিটাইজকৃত সেবা
৭.	সোলার লাইট ট্র্যাপ (১৫/১১/২০১৭)	ফসলের মাঠে ভৌত পদ্ধতিতে পোকা দমনের জন্য আলোক ফাঁদ একটি কার্যকরী প্রযুক্তি। কীটপতঙ্গ সনাক্তকরণ, পর্যবেক্ষণ ও দমনের জন্য এটি একটি সহজ এবং জনপ্রিয় পদ্ধতি। এটি ব্যবহার করে দানা জাতীয়, ডাল জাতীয়, সবজি জাতীয় এবং উদ্ভিজ্জ জাতীয় শস্যের কীটপতঙ্গ দমন করা যায়। প্রচলিত আলোক ফাঁদ বৈদ্যুতিক শক্তি এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর সাহায্যে চালানো হয়। আলোক ফাঁদ ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত ফাঁদটি জ্বালিয়ে রাখতে	হ্যাঁ, আছে	হ্যাঁ, পাচ্ছে		বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা

ক্র নং	ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		হয়। সময়মতো এটি চালু ও বন্ধ করা যেমন শ্রমসাধ্য কাজ, তেমনি এতে জ্বালানি বা বিদ্যুৎ বাবদ খরচও অনেক বেশি হয়। তাছাড়া দেশের সব এলাকার কৃষকের ফসল, বাগান বা সবজির ক্ষেতে বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় আলোক ফাঁদ ব্যবহার করা যায় না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিকল্প শক্তি দরকার যা নিরবচ্ছিন্নভাবে আলোক ফাঁদে আলো জ্বলতে শক্তি সরবরাহ করবে। সৌরশক্তি ব্যবহার করে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। ব্রি'র কীটতত্ত্ব বিভাগের সহযোগিতায় এফএমপিএইচটি বিভাগ ফসলের মাঠে ব্যবহার উপযোগী সৌরশক্তি চালিত একটি আলোক ফাঁদ উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত যন্ত্রটি মাঠে একবার স্থাপন করলে এটি নিজে নিজেই (অটোমেটিক) সূর্য আলোর উপস্থিতির উপর নির্ভর করে নিভে এবং সূর্যের আলোর অনুপস্থিতিতে জ্বলে। এই পদ্ধতিতে কোন রকম জীবাশ্ম জ্বালানীর প্রয়োজন হয় না বলে এটি পরিবেশ বান্ধব।				
৮.	ব্লাস্ট রোগ দমনে সতর্কবার্তা ও করণীয় (১০/৫/২০১৬)	ধানের ক্ষতিকারক রোগসমূহের মধ্যে ব্লাস্ট (ছত্রাকজনিত) একটি মারাত্মক রোগ। বোরো মওসুমে সাধারণত ব্লাস্ট রোগ বেশী হয়ে থাকে। তবে আমন মওসুমে সুগন্ধি জাতে এ রোগটির আক্রমনের ফলে ফলনের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। অনুকূল আবহাওয়ায় এ রোগের আক্রমণে ফলন শতভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। তাই ধানের ব্লাস্ট রোগ ও তার দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেনে নিয়ে কৃষকের ফসলকে এ রোগের আক্রমন থেকে রক্ষা করা যায়।	হ্যাঁ, আছে	হ্যাঁ, পাচ্ছে		বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা
৯.	বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংক ওয়েব অ্যাপস (১৭/০৩/২০০৪)	বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংক (বিআরকেবি) একটি ডিজিটাল জ্ঞান ভান্ডার যাতে আধুনিক ধান চাষ সম্পর্কিত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সন্নিবেশিত আছে। ধান উৎপাদনের সর্বশেষ প্রযুক্তি ও জ্ঞান সংযোজন করে রাইস নলেজ ব্যাংক	হ্যাঁ, আছে	হ্যাঁ, পাচ্ছে	http://knowledgebank-brri.org	ডিজিটাইজকৃত সেবা

ক্র নং	ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		আধুনিকায়ন করা হয়েছে । ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই মাঠ পর্যায়ে আধুনিক ধান উৎপাদন প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োজন। আর সেজন্য প্রথমেই প্রয়োজন কৃষকের হাতে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং মাঠ পর্যায়ে ফলন ব্যবধানের অন্যতম কারণ প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকের জ্ঞানের অভাব। দেশে ধানের ফলন বৃদ্ধির প্রথম শর্ত কৃষক পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান। এ ব্যাপারে (বিআরকেবি) ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে ধান চাষের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তি দেশের প্রতিটি কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী ও অন্যান্য ব্যবহারকারীদের নিকট পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে ৪,৫১,০১৪ জন সেবাগ্রহীতা বিআরকেবি ওয়েব অ্যাপস থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন।				

২৪/১২/২০২০
মোঃ মাহফুজ বিন ওয়াহাব
প্রোগ্রামার
আইসিটি সেল, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ
এবং ফোকাল পয়েন্ট, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১।

২৪/১২/২০২০
ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন
চীফ সাইন্টিফিক অফিসার ও প্রধান
কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ
এবং ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ টিম
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

ইতোঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ এর স্ক্রীনশট
(২৪/১২/২০২৩ইং)